দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 22 NOV 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ৩৮ বছর

অধ্যাপক ড. মো. ইকবাল হোছাইন

আজ ২২ নভেম্বর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। ১৯৭৯ সালের এই দিনে কুষ্টিয়ার শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুরে শতাব্দীব্যাপী এদেশের আলেম,পীর-মাশায়েখ যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন, মাওলানা মুনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী চট্টগ্রামের দেং পাহাড়ে যে বিশ্ববিদ্যালয় শুরু করতে চেয়েছিলেন আর মওলানা ভাসানী নিজেই টাঙ্গাইলের সন্তোষে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি দিয়েছিলেন, ১৯৭৯ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ছিল সকল প্রচেষ্টার চূড়ান্ত স্বীকৃতি। বর্তমানে ২৫ টি বিভাগে পনেরো সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত। এমফিল, পিএইচডি গবেষণায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক সাফলতা আছে। অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সকল সুযোগ-সুবিধা কম-বেশি এখানে বিদ্যমান। এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পরবর্তীতে ঢাকায় স্থানান্তর এবং কুষ্টিয়াসহ অত্র অঞ্চলের জনমানুষের দাবির মুখে আবারো বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ায় প্রত্যাবর্তনে যারা যেভাবে অবদান রেখেছেন আজকের এ দিনে সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন। যারা পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন তাদের জন্য রইল দোয়া ও শ্রদ্ধা।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় ইসলামের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অন্যতম একটি লক্ষ্য। কেবল ইসলামের নামে কয়েকটি উচ্চতর বিভাগের পড়াশুনাই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য নয়। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় মহান মুক্তিযুদ্ধের-চেতনায় শোষণমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার জন্য যোগ্য নাগরিক তৈরির কাজ করে যাচ্ছে নিরন্তর। এ লক্ষ্যে অগ্রসর হতে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বাধা-বিপত্তি এসেছে এবং আসছে প্রতিনিয়ত। কিন্তু চলার গতি থামেনি, আমরা আশা করি ভবিষ্যতেও থামবে না। তবে এ জন্য প্রয়োজন যোগের চাহিদাপূরণের আরো অনেক আধুনিক ইসলামী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা। প্রয়োজন বিজ্ঞানের নতুন নতুন বিষয়কে এখানে অন্তর্ভুক্ত করা। সাবেক শিক্ষামন্ত্রী এসএইচকে সাদেক এখানে চিকিৎসা অনুষদ অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন, যতদূর জানি সৌদি আরব এ অনুষদে অর্থায়নেরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিষয়টি নিয়ে আবারো ভাবা যেতে পারে। ভূ-প্রাকৃতিকভাবে কুষ্টিয়া বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকা থেকে একটু পার্থক্য। এখানে কৃষি অনুষদ খোলার বিষয়টি চিন্তায় আনা যেতে পারে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেবর বৃদ্ধির পাশাপাশি জাতির প্রতি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়বদ্ধতাও বাড়বে। নিরাপত্তা সতর্কতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পিচ স্টাডিজ বিষয়টি বিশ্বের অনেক দেশে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা বিষয় হিসেবে পঠিত হচ্ছে। ইন্টার ফেইথ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করারও এখন সময়ের দাবি। আমাদের মত বহু ধর্মভিত্তিক সমাজে এরূপ সেন্টার অনেক বেশি প্রয়োজন। এ ব্যাপারে বর্তমান উপাচার্যসহ দায়িত্ববান ব্যক্তিরা ভাববেন বলে আমরা বিশ্বাস করি। তবে সকল বিষয়ের ঊর্ধ্বে উঠে একটি প্রতিশ্রুতিশীল এবং দক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে শিক্ষার পরিবেশ ও মানোন্নয়ন অপরিহার্য। এ জন্য শিক্ষকদের যেমন দায়িত্বশীল হতে হবে প্রশাসনকেও শিক্ষার মানের ব্যাপারে কোনো আপোষ করলে চলবে না। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিং অর্জনের জন্য কোয়ালিটি এসিউরেন্সের যে কার্যক্রম শুরু হয়েছে তাকে আরো বেগবান করতে হবে। মনে করতে হবে বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণার জায়গা। এটা কোনো শিল্প-কারখানা নয়। যতদূর জানি প্রয়োজনীয় জনবলের চেয়ে অনেক বেশি জনবলের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। অদক্ষ জনবলকে কিভাবে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়া যায় তাও প্রশাসনকে ভাবতে হবে।

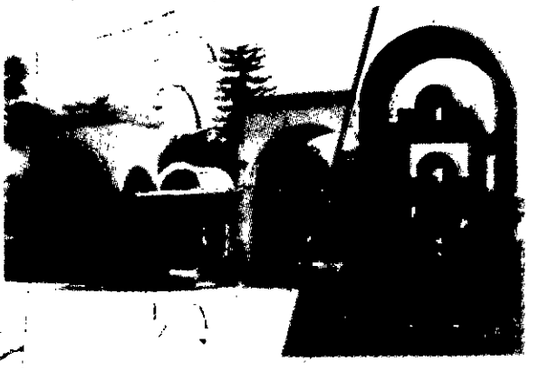

কিছুদিন পূর্বে গবেষণার কাজে পশ্চিমবঙ্গের বিশ্বভারতীতে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। বিশ্বভারতী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তেমন বেশি দূরে নয়। কেবল দু'টি দেশ। আমি অভিভূত হয়েছি এ অবস্থা দেখে তারা পুরো ক্যাম্পাসে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-চেতনার ছাপ রাখার চেষ্টা করছে। মানবিক, সমাজ বিজ্ঞান ও কমার্সের সকল বিদ্যার চর্চা সেখানে সমভাবে হচ্ছে ঠিকই তবে ফাইন আর্টস ফ্যাকাল্টিকে তারা মূল

ফোকাসে নিয়ে এসেছে। এটাই বিশ্বভারতীর বৈশিষ্ট্য। সেখানে রবীন্দ্রনাথের পল্লীভাবনার আদলে পল্লী ক্যাম্পাসও গড়ে তোলা হয়েছে। এমনিভাবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল বিভাগ ও ফ্যাকাল্টি থাকবে তবে ইসলামী বিষয়গুলো আরো যোগ্য মানের করে তুলতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বারতম অভিভাবক বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, কলামিষ্ট ও সজ্জন প্রফেসর ড. হারুন অর রশিদ আসকারী (রাশিদ আসকারী) ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগ পাওয়ায় পুরো বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার অনেক বেশি আস্থাশীল, অনেক বেশি আশাবাদী। সকলের প্রত্যাশা তাঁর সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় নতুন কিছু দিকনির্দেশনা পাবে।

সকল সীমাবদ্ধতার মাঝেও সংবিধান প্রদত্ত অধিকারে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল ধর্ম ও মতের অনুসারীরা পড়ছেন, চাকরি করছেন এবং এক সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ আছেন, এটি অনন্য নজীর হিসেবে দেশে-বিদেশে সুনাম কুড়িয়েছে। নারী শিক্ষার এক উদার প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিক্ষা ও সংস্কারের গতিপথ দেখাচ্ছে এ বিশ্ববিদ্যালয়। মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতার মধ্যেও উল্লিখিত সফলতা আমাদের আনন্দিত করে। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়া এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী গবেষক আমাদের অনুপ্রেরণাকে আরো শাণিত করে। এ অনুপ্রেরণার দিগন্তকে আরো সম্প্রসারিত হয়ে আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমার বিপরীতে আন্তর্জাতিক হওয়ার স্বপ্ন দেখে এ প্রতিষ্ঠানটি। স্বপ্নের ডানাগুলো প্রসারিত করার সবুজ নীলিমা কি বিশ্ববিদ্যালয় পাবে? বিশ্ববিদ্যালয় দিবসে সবাইকে আবারো শুভেচ্ছা।

● লেখক : অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া